সংবাদ

তারিখ ... 20 FEB 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৬ ......

বেসরকারি স্কুল কলেজ

দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য দায়ী ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডি সদস্যরা

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য ম্যানেজিং কমিটি এবং গভর্নিং বডি'র সদস্যদের দায়ী করা হয়। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজগুলো দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘাটিতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। স্কুল-কলেজগুলোতে অভিভাবক নন এমন সদস্যদের দাপটে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধিরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রতি বছরই এ ক্যাটাগরির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তহবিলের অর্থ লুটপাট, বিনা টেন্ডারে নির্মাণ কাজ করা এবং অবৈধ উপায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর নামে বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়ে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি'র সদস্যদের চাপে বাধ্য হয়ে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদের প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট অনৈতিক কাজে সায় দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শিক্ষকরা এসব তথ্য জানিয়েছেন।

শিক্ষক নেতারা বলছেন, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হলে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি পদ্ধতি বাতিল করে এগুলোকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। তাদের অভিমত, যেসব প্রতিষ্ঠানে সরকার প্রায় শতভাগ বেতন ভাতাসহ অন্য সুবিধা প্রদান করে, সেসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের কাছেই থাকা দরকার।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাই এন্ড কলেজ, তেজগাঁও মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, অগ্রণী হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজসহ দেশের অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের অনেক অভিভাবক সদস্যই প্রকৃত অভিভাবক নন বলে জানা গেছে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করলে, তার চাকরিচ্যুতের আশঙ্কা থাকে।

রাজধানীর অন্যতম বিদ্যাপীঠ অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকরা জানান, গভর্নিং বডি'র সদস্যদের নির্দেশ অনুযায়ী অনৈতিক কাজ না করায় চলতি মাসের ১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. পরিতোষ কুমার দাসকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ বনশ্রী মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালনা পরিষদের এডহক কমিটির মেয়াদ ৬ মাস পার শেষ হলেও নির্বাচনের উদ্যোগ না নিয়ে কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এদিকে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য গোলাম আশরাফ তালুকদারের পদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা। তারা বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, নতুন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী

দুর্নীতি : পৃঃ ১১ কঃ ৬

দুর্নীতি : গভর্নিং বডি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে ১২/১৩ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন থাকেন অভিভাবক প্রতিনিধি। মূলত স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্য থেকেই এই পাঁচজন অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাদের কথামতই বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বেসরকারি স্কুল-কলেজ পরিচালনা হচ্ছে, তাতে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ হবে না। তিনি স্কুল-কলেজ পরিচালনায় ম্যানেজিং ও গভর্নিং বডি পদ্ধতি বাতিল করার দাবি জানিয়ে বলেন, যেহেতু সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন দিচ্ছে, সেহেতু প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারেরই নেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। সরকারি স্কুল-কলেজের মতো বেসরকারি স্কুল-কলেজ নিয়ন্ত্রণ করলে দুর্নীতি ও অনিয়ম কমবে।

সূত্র জানায়, মূলত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালাই দায়ী। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার দেশ চালালেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হচ্ছে সাবেক সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের আমলে প্রণয়ন করা 'রেজুলেশন্স-১৯৭৭'-এর আদলে। ওই সরকার ১৯৬১ সালের অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। রেজুলেশন-১৯৭৭ অনুযায়ী স্থানীয় যেকোন ব্যক্তি বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন।